দৈনিক জনকণ্ঠ

২৩/৪/২০০৭
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি ১১ হলের দেড় শ' ছাত্রদল নেতাকর্মীর বাইরে অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র হলে দেড় শতাধিক ছাত্র অবস্থান করতে পারছে না। এরা সবাই ছাত্রদলের নেতাকর্মী। বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে পুলিশী হয়রানির ভয়ে এবং ছাত্রলীগ ক্যাডারদের অত্যাচারের কারণে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের একটি বড় অংশ আবাসিক হলগুলোতে থাকতে পারছে না। এদের অনেকেই গ্রুপ-গ্রুপ করে বাসা ভাড়া করে থাকছে। ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা অভিযোগ করেছেন অসংখ্যবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও তাঁরা কোন ফল পাননি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রহলগুলোর নিয়ন্ত্রণ হল কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা গ্রহণ করেছে। রাতে হল গেটের চাবি গেটকীপারের পরিবর্তে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে থাকছে। এতে সাধারণ ছাত্রদের ভোগান্তি বেড়েছে।

পুলিশী হয়রানি ও প্রতিপক্ষ ক্যাডারের ভয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ১১টি আবাসিক হলেই এখন ছাত্রলীগের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন হলের ছাত্রদলের দেড় শতাধিক নেতাকর্মী বছরের পর বছর ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছে। কয়েকটি হলে ছাত্রলীগের কতিপয় ক্যাডার যারা হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত, তারা হলে অবস্থান করছে। কিন্তু ছাত্রদলের অনেক নিরীহ কর্মীও অবস্থান করতে পারছে না। হলের সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। কোন হলে সাধারণ ছাত্রদের প্রবেশ করতে বা বের হওয়ার ক্ষেত্রে তার চৌদ্দ পুরুষের পরিচয় নিয়েই ছাত্রলীগ ক্যাডাররা বিষয়টির সুরাহা করে। এই পরিবেশ তৈরি হয় রাত ১০টার পরেই। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কমপক্ষে দেড় শতাধিক নেতাকর্মী যারা হলে থাকতে পারছে না, তাদেরও ভোগান্তির শেষ নেই। ছাত্রদলের কোন নেতাকর্মী হলে অবস্থান করতে গেলে তাকে আক্রমণ বা হামলা করে তাড়ানোর সুযোগ না পেলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা নিজেদের মধ্যে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে হল পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে। ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ছাত্রদল কর্মীরা এমনিতেই হল ত্যাগ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের মাজহারুল ইসলাম বাবুসহ ১৪ জন, ফজলুল হক হলে ইমরুল কায়েসসহ ৭ জন, এসএম হলে মনির হোসেনসহ ১৫ জন, সূর্যসেন হলে তরিকুল ইসলাম টিটুসহ ১০ জন, কবি জসীম উদ্‌দীন হলে আতিকুর রহমানসহ ১৯ জন, জহুরুল হক হলে ইশতিয়াক সহ ৬ জন, শহীদুল্লাহ হলে ৮ জন, মুহসীন হলে শিশির ও নাহিনসহ ১৬ জন, এফ রহমান হলে টিটুসহ ১৭ জন, জিয়া হলে আতিয়ারসহ ২২ জন ছাত্রদল নেতাকর্মী অবস্থান করতে পারছে না। কবি জসীম উদ্‌দীন, মুহসীন, সূর্যসেন, জহুরুল হক হলসহ কয়েকটি হল গেটের চাবি থাকে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে। শহীদুল্লাহ, জহুরুল হক এবং মুহসীন হলে মাঝেমধ্যে রাজধানীর দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের অবস্থান গ্রহণের প্রমাণ রয়েছে। হল প্রশাসন বরাবরই এসব অস্বীকার করে। কেউ কেউ বলে, কে হলে আসে না আসে তা দেখার দায়িত্ব প্রভোস্টদের নয়। পুলিশের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে, সরকারী দলের বলে তাদের একটু খাতির করতেই হয়।

গোয়েন্দা পুলিশের একটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছে, ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ বেড়েছে ব্যাপকহারে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক লাল্টু গ্রেফতারের পর ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে এখন গ্রেফতার আতঙ্ক কাজ করছে। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচার যখন পাইনি, তখন সময় হলে সবকিছু পুষিয়ে নেয়া হবে। তিনি বলেন সেই সময়ের অপেক্ষায়ই তাঁরা আছেন।